হাদীসে রাসূল

বাংলার মিশন-কোর্স
(ষষ্ঠ শ্রেণী)

পুনর্বিন্যাস
আব্দুল হামীদ মাদানী

নিয়ত যেমন, কর্ম তেমন

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). (متفقٌ عليه)

(১) উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

নিয়ত গুণে কর্ম, সঠিক অথবা বেঠিক। উক্ত হাদীসে সে কথাই বলা হয়েছে। এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) এটিকে 'এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দ্বীন' বলে অভিহিত করেছেন।

নিয়ত মানে মনের সংকল্প। সংকল্প যেমন হবে, আমল তেমনি হবে। যাবতীয় আল্লাহর কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিয়ত রেখে করতে হবে। তা না হলে তা পন্ড হবে। অনেক ক্ষেত্রে সে আমল (ছোট) শির্কে পরিণত হবে। নিয়ত গুণেই একই কাজ কখনো শির্ক, কখনো বিদআত, কখনো হারাম, কখনো বৈধ আবার কখনো মুস্তাহাব হতে পারে।

যে কোনও ভাল কাজ ততক্ষণ ভাল নয়, যতক্ষণ তা আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ না হবে।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

২। আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও বিশুদ্ধতা না থাকলে কোন আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। পার্থিব বৈধ কর্মেও যদি সঠিক নিয়ত থাকে, তাহলে তা ইবাদতে পরিগণিত হতে পারে।

৪। সৎ কাজের নিয়ত করার পর তা পালন করতে না পারলেও সওয়াব লেখা হয়।

৫। কোন দ্বীনী কাজে দুনিয়া লাভের নিয়ত রাখলে কাজটি পন্ড হয়।

পারস্পরিক সহযোগিতা

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((**الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً**)). وشبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(২) আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।" তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে মুসলিম সমাজের একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে। সমাজ যেন একটি অট্টালিকার মতো। আর সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য যেন এক একটি ইটের মতো। একটি ইট যদি অপর ইটকে মজবুত হয়ে থাকতে সাহায্য না করে, তাহলে অট্টালিকা অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে। অবশ্য দুই ইটের মাঝে সংযোগকারী সিমেন্ট হল ঈমান। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। মুসলিমরা পরস্পর ভাই-ভাই। মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ। মুসলিম সমাজ একটি দেহের মতো। যার একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সারা দেহ সে ব্যথায় ব্যথিত হয়।

কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একে অপরকে নিয়ে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। কোন মানুষই কেবল নিজের জন্য সৃষ্টি হয়নি। অপরের প্রতি তার কর্তব্য আছে।

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। পরোপকারে ব্রতী হওয়া মুসলিমের বৃত্তি।

২। দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা কর্তব্য।

৩। মজবুত সমাজ গড়ার কাজে প্রত্যেক মুসলিমের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ

করা উচিত।

৪। বুঝার নিকটবর্তী করার জন্য 'উপমা' প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

ঘুস দেওয়া-নেওয়া হারাম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه

(৩) আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ ঘুসদাতা ও ঘুসখোরকে অভিশাপ দিয়েছেন। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে অসদুপায়ে পরের মাল ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। লা'নত ও অভিশাপ দেওয়ার মানে কাউকে আল্লাহর রহমত থেকে দূর হওয়ার বদ্দুআ দেওয়া। সুতরাং যে ঘুস খায়, সেও আল্লাহর রহমত থেকে দূরীভূত এবং যে দেয় সেও।

অনেক ঘুসখোর বৈধ কাজ করার জন্যও ঘুস খায়। বেতন পায়, অথচ উৎকোচ গ্রহণ করে। উৎকোচ না পেলে কাজ পিছিয়ে দেয় অথবা তাতে টালবাহানা করে। তখন এরা ভদ্রভাবে 'বখশিশ' চায়!

আর অনেক ঘুসখোর এমনও আছে, যারা অন্যায় কাজ করার জন্য ঘুস খায়। এমন ঘুসখোরদের পাপের বোঝার ভার বেশি।

কিন্তু যে দেয়, সেও কিন্তু দোষী। যেহেতু সে ঘুস দিয়ে ঘুসখোরের মনের লোভ বাড়িয়ে তোলে, সে তাকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করে, অপরের অধিকার হরণ ক'রে নিজের অনুকূলে ফিরিয়ে আনে। এই জন্য সেও অভিশপ্ত।

ইসলামের নীতি এই, সূদখোর যেমন পাপী, তেমনি সূদদাতাও। বরপণ-গ্রহিতা যেমন পাপী, তেমনি বরপণদাতাও। পাপে তারা সমান। কিন্তু কেউ যদি নিরুপায় হয়ে ঘুস, সূদ বা বরপণ দেয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। মুসলিম নিঃস্বার্থভাবে তার ভাইয়ের সহযোগিতা করবে।

২। নিজের পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে কর্তব্য পালন করা বৈধ নয়।

৩। ঘুস খেলে ও দিলে আল্লাহর রহমত থেকে দূর হতে হয়।

৪। অন্যায় করা ও করানো সমপর্যায়ের পাপ।

৫। অসদুপায়ে অর্থোপার্জনকারী পার্থিব সুখ থেকেও বঞ্চিত।

আমানত ও খিয়ানত

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((**أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ**)). رواه أبوداود والترمذي

(৪) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তুমি তার আমানত ফিরিয়ে দাও এবং তার খিয়ানত করো না, যে তোমার খিয়ানত করেছে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে নির্দেশ রয়েছে যে, খিয়ানত একটি মহাপাপ। আমানতে কোন প্রকার খিয়ানত করা যাবে না। বরং যে খিয়ানত করেছে, প্রতিশোধ নিতে তার সাথেও খিয়ানত করা যাবে না। যেমন যায়দ খালেদের কাছে ১০০ টাকা আমানত রেখেছিল। খালেদ সেটা খিয়ানত ক'রে খেয়ে ফেলল। পরবর্তীতে খালেদের ১০০ টাকা আমানত যায়দের হাতে এল। যায়দ হাতে পেয়ে সেই টাকা কেটে নিতে চাইল। যায়দের জন্য তা করা উচিত নয়। তার উচিত, খালেদ তার খিয়ানত করেছে বলে, খালেদের খিয়ানত না করা। এখানে তার বলা উচিত, 'তুমি অধম বলিয়া কি আমি উত্তম হইব না?' যেহেতু খিয়ানত করা মহাপাপ।

আমানত শুধু টাকা-পয়সাই নয়। রহস্য, মর্যাদা, কর্ম ইত্যাদি যে কোনও জিনিস কারো দায়িত্বে বা তত্ত্বাবধানে দিলে, সে জিনিস তার নিকট আমানত। সুতরাং প্রত্যেক চাকরিজীবি তার কর্তব্যের আমানত রক্ষা করবে। প্রত্যেক শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের ব্যাপারে আমানত রক্ষা করবেন। প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে এবং প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর ব্যাপারে আমানত রক্ষা করবে। প্রত্যেক পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আমানত রক্ষা করবে এবং কর্তব্যে অবহেলা ক'রে কোন প্রকার খিয়ানত করবে না।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করা ওয়াজেব।

২। খিয়ানত করা ঃ কর্তব্যে অবহেলা করা, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করা, তহবিল তসরুফ করা, ধারে নেওয়া জিনিস, ঋণ করা টাকা ইত্যাদি পরের জিনিস ফেরৎ না দেওয়া মহাপাপ।

৩। খিয়ানতের প্রতিশোধেও খিয়ানত করা উচিত নয়।

৪। মন্দের বদলে মন্দ না ক'রে ভাল করলে ফল ভাল হয়।

সবচেয়ে বড় পাপ

وَعَن أَبِي بَكرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((**أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟**)) – ثلاثاً – قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((**الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ**))، وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((**أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ**)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৫) আবূ বাকরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গোনাহগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না?" সবাই বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" এতক্ষণ তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "শুনে রাখ, আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, 'এবার যদি তিনি চুপ হতেন!' *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

গোনাহসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করলে এক ভাগকে 'কাবীরাহ' ও অপর ভাগকে 'সাগীরাহ' বলা হয়। কাবীরাহ গোনাহসমূহও আবার এক পর্যায়ের নয়। সুতরাং সবচেয়ে বড় পর্যায়ের কাবীরা গোনাহ হল শির্ক, যা অমার্জনীয় অপরাধ। এই জন্য হাদীসে শির্কের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর ইবাদতের পর পিতামাতার সেবার মর্যাদা রয়েছে। অতএব মহান আল্লাহর শানে মহাপাপের পর পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার পাপকে ক্রম-পর্যায়ে রাখা হয়েছে। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। আর পৃথিবীতে জন্মলাভের কারণ হল জনক-জননী। সুতরাং মহান আল্লাহর পরে পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ বড় হওয়ারই কথা। মহান আল্লাহ সেই মর্যাদার পর্যায় বজায় রেখে আল-কুরআনে বলেছেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا﴾ (٢٣) الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে

তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। (বানী ইস্রাঈল ঃ ২৩)

এ কথা অত্যুক্তি নয় যে, পিতামাতাই সন্তানের জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

দ্বিতীয় যে মহাপাপের কথা মহানবী ﷺ উল্লেখ করেছেন, তা হল মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। গড়া কথা বলার মাধ্যমে মানুষ কত ফাসাদ সৃষ্টি করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মানুষ কত হক নষ্ট করে, কত নির্দোষকে দোষী প্রমাণিত ক'রে বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগায়! এ পাপও কম বড় পাপ নয়! তাই তো এই পাপের ভীষণতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বারবার সে কথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে সাহাবাগণ তাঁর প্রতি দয়ার্দ্র মনে কামনা করলেন যে, আর পুনরাবৃত্তি না ক'রে তিনি যদি চুপ করেন, তাহলে ভাল হয়।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। মহাপাপ সম্পর্কে মুসলিম জনসাধারণকে সতর্ক করা উচিত।

২। কোন কথার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য তা বারবার বলা বাঞ্ছনীয়।

৩। শির্ক সবচেয়ে বড় পাপ। এ পাপ বিনা তওবায় মাফ হয় না। এ পাপের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হতে হবে।

৪। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া মহাপাপ।

৫। মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও বড় পাপ।

কত সুন্দর সে সংসার, কত সুন্দর সে সমাজ, যে সংসার ও সমাজে উক্ত পাপগুলি নেই!

জোচ্চুরি ও ধোঁকাবাজি

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ : ((**مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ** ؟)) قَالَ : أَصَابَتهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله . قَالَ : ((**أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا**)) .

رواه مسلم والترمذي

(৬) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না

কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম, তিরমিযী)

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে জোচ্চুরির নিন্দা করা হয়েছে। চুরি করা অপরাধ, কিন্তু জোচ্চুরি তার কাছাকাছি। মুহাম্মাদী উম্মতী অথচ লোককে ধোঁকা দেয়!---এ হতে পারে না। পণ্যে ভেজাল দিয়ে অথবা তার দোষ-ত্রুটি গোপন ক'রে, খারাপকে ভাল দেখিয়ে, নকল লেবেল লাগিয়ে পণ্য বিক্রয় করা প্রতারক অসাধু ব্যবসায়ীর কাজ। এমন ব্যবসায়ী তাঁর উম্মতী হওয়ার দাবী করতে পারে না।

এমন ধোঁকাবাজ সমাজে থাকলে সমাজের দুর্নাম হয়। গ্রামের দু-একটি লোক চোর থাকলে লোকে সে গ্রামকে 'চোর গ্রাম' বলে। সমাজে দু-একটি ধোঁকাবাজ থাকলেও 'প্রতারক' বলে পরিচিতি লাভ করে। তাই মহানবী ﷺ এক কথায় প্রতারক থেকে মুসলিমদের সম্পর্ক-ছিন্নতার কথা ঘোষণা দিয়ে বললেন, "যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। কর্তৃপক্ষের উচিত, বাজারজাত পণ্য-দ্রব্যের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা এবং ভেজাল ও জোচ্চুরির মোকাবেলা করা।

২। বিক্রেতার উচিত, পণ্যের দোষ বা খুঁত ক্রেতাকে খুলে বলা এবং তাকে ধোঁকা দিয়ে পণ্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্য না রাখা।

৩। ঠক, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধড়িবাজ ও জোচ্চোর প্রকৃত মুসলমান নয়।

৪। মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক হিতাকাঙ্ক্ষিতা থাকা জরুরী।

চুগলখোরী

عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ يَزِيدَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((**يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟**)) قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ((**الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ، أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟**)) قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ((**فَإِنَّ شِرَارَكُمُ الْمُشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَءَاءَ الْعَنَتَ**)).

رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد

(৭) আসমা বিন্তে য়্যাযীদ কর্তৃক বর্ণিত, (একদা) নবী ﷺ বললেন, " হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোকের কথা বলে দেব না?" লোকেরা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ আসেন। আর

আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকের কথা বলে দেব না?" লোকেরা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যারা লোকের চুগলী ক'রে বেড়ায়, মিত্রদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং নির্দোষদের জন্য কষ্ট কামনা করে।" *(আহমাদ, বুখারীঃ আল-আদাবুল মুফরাদ)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত হাদীস শরীফে সমাজের সবচেয়ে শ্রেষ্ট ও নিকৃষ্ট লোক সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। তাঁদের ইসলামী লেবাস-পোশাক, আকার-প্রকৃতি, চলন-বলন, আখলাক-চরিত্র ইত্যাদি দেখে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।

পক্ষান্তরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যারা লোকের চুগলী ক'রে বেড়ায়। একজনের কথা অপরজনকে লাগিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করে। যারা সর্বদা বিদ্বেষের ইন্ধন বহন ক'রে চলাফেরা করে। ভাইয়ে-ভাইয়ে, বন্ধুতে-বন্ধুতে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়। সমাজের সম্প্রীতি ধ্বংস করে, সুখের সংসার নষ্ট ক'রে ছাড়ে। অবশ্যই তারা অতি ঘৃণিত লোক।

চুগলখোর ফাসেক। আর তার খবর শুনে বিশ্বাস করা উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (٦) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। (হুজুরাত ঃ ৬)

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। পরের কথা লাগানো বা চুগলখোরী করা কাবীরা গোনাহ।

২। চুগলখোর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত চরিত্রের লোক। তার কথায় কান দিয়ে কারো প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

৩। চুগলখোরের কথায় কান ভারি ক'রে সম্প্রীতি নষ্ট করা উচিত নয়।

৪। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হওয়ার জন্য ইসলামী আদব ও আখলাক শিক্ষা ও অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পরচর্চা বা গীবত

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟)) قَالُوا : اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ))، قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ)).

رواه مسلم

(৮) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা।" বলা হল, 'আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কী? (সেটাও কি গীবত হবে?)' তিনি বললেন, "তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।" *(মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ আল-কুরআনে মুসলিমদেরকে গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং এমন নোংরা আচরণকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন! কিন্তু প্রশ্ন হল 'গীবত' কী জিনিস? তার সংজ্ঞা কী?

মহানবী ﷺ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং কেউ দোষ করলেই তার দোষ বলে বেড়ানো বৈধ নয়। সুজনের উচিত হল, কুযশ ঢেকে রাখা এবং পরচর্চা ও পর-দোষের সমালোচনা না করা। কারো ভুল প্রচার না ক'রে তার কোন ব্যাখ্যা খোঁজা দরকার।

পরচর্চা একটি ব্যাপক ব্যাধি, যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হন আল্লাহর তথাকথিত নেক বান্দারাও। আর তার ফলে কত মানীর মান যায়, কত সংসারের সুখ-ফুলের মনোরম বাগানে শিলাবৃষ্টি হয়। এমন ব্যাধির মোকাবেলা করতে ভ্যাক্সিন নিতে বলা হয়েছে প্রত্যেক মুসলিমকে।

জ্ঞাতব্য যে, সবচেয়ে বড় গীবত হল, কোন হক্কানী আলেম বা ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নেতার গীবত করা।

লক্ষণীয় যে, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে" বাক্যের মধ্যে দু'টি জিনিসের ইঙ্গিত রয়েছে ঃ-

এক ঃ যদি কেউ ভাই বা দ্বীনী ভাই না হয়, তাহলে তার সমালোচনা

গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।

দুই ঃ যদি সে সমালোচনা অপছন্দ না করে, অর্থাৎ সে নির্লজ্জ, ধৃষ্ট ও চরিত্রহীন হয়, তাহলে তার গীবতও নিষিদ্ধ 'গীবত' নয়।

আরো লক্ষণীয় যে, কারো মন্দ আচরণের ব্যাপারে হুবহু সত্য কথাই অপরের কাছে বললে, সেটা গীবত করা হয়। আর মিথ্যা ক'রে বললে, সেটা অপবাদ দেওয়া হয়।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। পরের দোষ নিয়ে অপরের কাছে আলোচনা করা গীবত, আর তা কাবীরা গোনাহ।

২। কারো চরিত্রের ব্যাপারে মিথ্যা কিছু রটালে তা অপবাদ হয়, আর তাও একটি বড় গোনাহ।

৩। মুসলিমদের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে ইসলাম বড় আগ্রহী।

৪। ব্যক্তিগত যে কথা অপরের কাছে উল্লেখ করাকে লোকে পছন্দ করে, তা পরের কাছে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রতিবেশীর অধিকার

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(৯) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উক্ত হাদীসে মুসলিমের তিনটি সুন্দর গুণের কথা আলোচিত হয়েছে।

এক ঃ মুসলিম যে হবে, সে তার প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে না। প্রতিবেশীর হক আছে ইসলামে। কাফের হলেও সে হক তার প্রাপ্য। প্রতিবেশী হিসাবে প্রতিবেশীর সাহায্য-সহযোগিতা যদি না-ই করতে পারে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে তাকে কষ্ট যেন না দেয়। প্রতিবেশীর কোন জিনিস নষ্ট ক'রে, তার জায়গায় নোংরা বা আবর্জনা ফেলে, রেডিও-টিভির জোর সাউন্ড দিয়ে,

মহিলাদের পর্দায় অসুবিধা সৃষ্টি ক'রে, চলার পথ ও নর্দমার পানি নিকাশের নালা ইত্যাদিতে অসুবিধা সৃষ্টি ক'রে কষ্ট দেওয়া মু'মিনের কাজ নয়।

দুই ঃ যে মু'মিন হবে, সে তার মেহমানের খাতির করবে। অবশ্য তাতে বাড়াবাড়ি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

তিন ঃ যে মুসলিম হবে, সে বাজে কথা বলবে না। মিথ্যা, গীবত, চুগলী, অশ্লীল, কটুক্তি, চাটুক্তি, অত্যুক্তি, ব্যাঙ্গোক্তি ইত্যাদি থেকে সে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে।

এক বিজ্ঞ বলেছেন, 'যদি তোমাকে কিরামান কাতেবীনের জন্য কাগজ কিনে দিতে হতো, তাহলে তুমি বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকতে।'

বলা বাহুল্য, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, মেহমানের অসম্মান করা এবং বেশি বা বাজে কথা বলা---এ তিনটির কোন কাজই কোন পূর্ণ ঈমানের মু'মিন করতে পারে না। যেহেতু প্রত্যেকটাই কাবীরা গোনাহ।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া মু'মিনের কাজ নয়।

২। মেহমানের অসম্মান করা মু'মিনের কাজ নয়।

৩। বাজে বকা ও বেশি কথা বলা মু'মিনের কাজ নয়।

৪। ইসলাম মুসলিম সমাজের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে বড় তৎপর।

অনর্থক আচরণ বর্জনীয়

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ)) رواه الترمذي وغيرُه.

(১০) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা।" *(তিরমিযী প্রমুখ)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উক্ত হাদীস মহানবী ﷺ-এর একটি বহুলার্থবোধক ব্যাপক বাক্য। এর অর্থ হল, যে মুসলিমের ইসলাম সুন্দর, সে অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করে। কেউ অনর্থক কথা ও কাজে না থাকলে, অর্থাৎ সার্থক উপকারী কথা বা কাজে থাকলে জানতে হবে, তার ইসলাম সুন্দর।

কী এই অনর্থক বিষয়, কথা ও কাজ?

প্রত্যেক হারাম, মাকরূহ ও অপ্রয়োজনীয় বৈধ বস্তু এর শামিল।

প্রত্যেক সেই কথা, কাজ, চিন্তা বা গবেষণা, যা নিজের বিশেষত্ব নয়, তা এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ, যা নিজের দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য উপকারী নয় অথবা অপকারী, তা এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ, যা নিজের দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নয়, তা এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ, যা নিজের বিষয়ীভূত নয়, নিজের বিশেষত্ব নয়, তাতে কথা বলা, হস্তক্ষেপ করা, এর অন্তর্ভুক্ত।

পরকীয় কথায় থাকা, সাধারণ মানুষের রাজনীতির কথা বলা, ভান্ডারী হয়ে ডাক্তারীর কথা বলা, কবিরাজ হয়ে মহারাজের কথা বলা, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ নেওয়া, ফালতু বা বাজে কথায় সময় ব্যয় করা, খেলার খবর, বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতার খবর ইত্যাদি রাখতে সময় খরচ করা, এরই অন্তর্ভুক্ত।

অপ্রয়োজনীয় অনর্থক প্রশ্ন করা, যেমন মূসা নবীর নানীর নাম কী ইত্যাদি প্রশ্ন অনর্থক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

কাউকে ব্যক্তিগত অসঙ্গত বিব্রতকর প্রশ্ন করা, যেমন তার স্ত্রী-মিলন বিষয়ক প্রশ্ন, তার ব্যভিচার, যৌনাচার ও পাপ বিষয়ক, সন্তান কম হওয়ার কারণ জেনে প্রশ্ন ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত।

সূরা ফাতিহায় কয়টা অক্ষর নেই এবং কেন নেই, বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ কী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে, মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর আকার-আকৃতি নিয়ে, সাহাবাদের ভুল ও আপোসের যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে বিচার-বিবেক করাও এরই অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সুন্দর ইসলামের অধিকারী ব্যক্তির জন্য জরুরী অনুরূপ সকল অনর্থক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা। যে বিষয়ে তার দ্বীন বা দুনিয়ার কোন উপকার নেই, সে বিষয়কে পথের কাঁটা দূর করার মতো সরিয়ে ফেলা। এতে তার দ্বীন বাঁচবে, সময় ও সম্মান বাঁচবে, মনের প্রশান্তি বাড়বে।

উক্ত হাদীসটি জীবনে চলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। যারা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে চায় অথবা হতে চায়, তাদের উচিত, এই হাদীসের উপর আমল করা।

হাদীসটির গুরুত্বের জন্য অনেক উলামা বলেছেন, এটি এক চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেকাংশ অথবা পূর্ণাংশ ইসলাম।

প্রকাশ থাকে যে, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া পরের বিষয়ীভূত অনর্থক বিষয় নয়। যেহেতু তা উভয়ের জন্য সার্থক বিষয়।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। যে যত অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকতে পারবে, তার ইসলাম তত সুন্দর হবে।

২। অনর্থক বিষয়াবলীর পশ্চাতে পড়ে সার্থক বিষয়াবলীতে অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়।

৩। মুসলিমের উচিত, কেবল উপকারী বিষয়ে নিজের অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করা।

৪। কোন কোন মুসলিমের ইসলামের সৌন্দর্য আছে, অনেকের নেই। যে যত বেশি অনর্থক বিষয়ে জড়িয়ে যাবে, তার ইসলাম তত অসুন্দর।

সুন্দর বেশভূষার গুরুত্ব

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((**لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ!**)). فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، ونَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : ((**إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ**)).

رواه مسلم

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

ইসলাম সুন্দর দ্বীন। আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তিনি চান, মুসলিমরা সর্বাঙ্গ-সুন্দর হোক। তাদের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হোক পৃথিবী।

পোশাক-পরিচ্ছদ দামী না হোক, তা নোংরা ও অসুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মুসলিমের মন সুন্দর, অতএব তার বেশবাস সুন্দর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য সুন্দর পোশাক পরে মনে অহংকার এলে চলবে না। আর এ কথাও জরুরী নয় যে, সুন্দর পোশাক পরলেই মনে অহংকার সৃষ্টি হবে। বরং গর্ব ও

অহংকার তখন হবে, যখন মানুষের মধ্যে দু'টি আচরণ পরিলক্ষিত হবে ঃ-

(ক) যখন সে সত্য প্রত্যাখ্যান করবে, মানুষের নিকট থেকে হক কথা মেনে নিতে অস্বীকার ও ঔদ্ধত্য করবে, সত্যের অপলাপ ক'রে মিথ্যার পথ অবলম্বনে অবিচল থাকবে, তখন তাকে 'অহংকারী' বলা হবে।

(খ) যখন সে মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করবে, লোককে ঘৃণা করবে, নিজেকে 'হিরো' ও অপরকে 'জিরো' ভাববে, নিজেকে বড় ও সকলকে ছোট জানবে, তখনও তাকে 'অহংকারী' বলা হবে। 'অহম' ও 'বড়াই' দ্বারা মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও বড় জ্ঞান করলেও, আসলে সে ছোট, আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছেও। সে মানুষ ঘৃণিত, সে বেহেশ্‌তে যাওয়ার উপযুক্ত নয়।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। অহংকার হারাম, অহংকারী জান্নাতে যাবে না।

২। সত্য প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়, কারণ তা অহংকারীর চিহ্ন।

৩। মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা বৈধ নয়, কারণ তা অহংকারীর আর একটি চিহ্ন।

৪। মুসলিমদের ভিতর-বাহির, বেশবাস, ঘর-বাড়ি, স্কুল-মাদ্রাসা, পথ-ঘাট, আসবাব-পত্র সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য তাতে বাড়াবাড়ি ক'রে বিলাসিতায় পতিত হওয়া ঠিক নয়।

৫। সুন্দর লেবাস-পোশাক পরে গর্ব করা বৈধ নয়।

৬। মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

মুনাফিকের চিহ্ন

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((**آيَةُ المُنافِقِ ثلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ**)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১২) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

হাদীসে মুনাফিকের চিহ্ন বিবৃত হয়েছে। মুনাফিক সেই ব্যক্তি, যে বাহ্যতঃ মুসলিম, কিন্তু আসলে অন্তরে সে কাফের। এমন কপট লোকের তিনটি নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে উক্ত হাদীসে ঃ-

(১) কথা বললে মিথ্যা বলে। অর্থাৎ মিথ্যা বলাই তার অভ্যাস।

(২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকে সে তার নৈতিক দায়িত্ব মনে করে না।

(৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। পরের গচ্ছিত জিনিস ব্যবহার করে অথবা নষ্ট ক'রে দেয়।

অন্য হাদীসে আরো দু'টি আলামত বেশি বলা হয়েছে ঃ-

(৪) চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।

(৫) বাদ-প্রতিবাদ (ঝগড়া) করলে অশ্লীল বলে।

এমন গুণের লোক "যদিও রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।"

আর অবশ্যই কোন মুসলিমের মধ্যে মুনাফিকের আচরণ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

হাদীস থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

১। মিথ্যা বলা, ওয়াদা-খেলাফী করা, খিয়ানত করা ইত্যাদি মুনাফিকের আচরণ।

২। সত্য বলা, ওয়াদা রক্ষা করা, আমানত আদায় করা ইত্যাদি মুসলিমের আচরণ।

৩। মুনাফিক কাফের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুতরাং তার কোন চিহ্ন নিজের মধ্যে রাখা আদৌ উচিত নয়।

৪। কেবল মৌখিক বা বাহ্যিকভাবে 'মুসলমান' হওয়া যথেষ্ট নয়। ইসলামের আলো দ্বারা হৃদয় ও চরিত্রকে আলোকপ্রাপ্ত করতে হবে।

ঈমানের মিষ্টতা

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(১৩) আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

ফল পাকলে, তবেই তার মিষ্টতা প্রকাশ পায়। ঈমানও অনুরূপ। কারো মধ্যে ঈমান পাকা হলে, সে তার মিষ্ট স্বাদ অনুভব করে। আর মানুষের স্বভাব এই যে, 'মিঠে কুল পেলে আঁটি শুদ্ধ গিলে!' অর্থাৎ মু'মিন তখন ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই চায় না।

অনেকে ফল খায়, কিন্তু তার স্বাদ পায় না। জিহ্বার কোন বিকৃতি অথবা দৈহিক কোন রোগের কারণে জিভের স্বাদ বদলে যায়। কিন্তু যে রোগমুক্ত হওয়ার কারণে ফলের স্বাদ পায়, সে সেই ফল ভক্ষণ করতে ছাড়ে না।

ঈমানের মিষ্ট স্বাদ পাওয়ার কতিপয় আলামত উক্ত হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে।

(ক) আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে। তখন সে শরীয়তের আদর্শ ও কথার উপর অন্য কারো আদর্শ বা কথাকে প্রাধান্য দেবে না। শরীয়তের অবাধ্যাচরণ ক'রে অন্য কারো আনুগত্য করবে না।

(খ) কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। কোন ব্যক্তি বা বিষয়কে ভালবাসলে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসবে। কারো রূপ-সৌন্দর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, বংশ-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ, পদ-গদি ইত্যাদির কারণে নয়, বরং বন্ধুত্ব ক'রে ভালবাসলে কেবল এই জন্য ভালবাসবে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে অথবা আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।

(গ) কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে। যেহেতু ঈমানের মিষ্টতা বর্জন করা তার জন্য কোন কিছুরই বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাদীস থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

১। ঈমানের দাবী এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে বেশি ভালবাসার পাত্র হবেন।

২। ঈমানের দাবী এই যে, মু'মিন বৈবাহিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব অথবা ভ্রাতৃত্ব গড়বে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

৩। ঈমানের স্বাদ বড় মধুর। জীবনের বিনিময়েও তা বর্জনীয় নয়।

শিক্ষার মাহাত্ম্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((**الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ الله وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا**)). رواه ابن ماجه والترمذي

(১৪) আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিক্‌র ও তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নয়।" *(ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

হাদীসের সার-সংক্ষেপ

উক্ত হাদীসে পার্থিব সংসার সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী মায়ার এ সংসারে কত মানুষ 'দুনিয়া-দুনিয়া' ও 'টাকা-টাকা' ক'রে প্রাণ দিচ্ছে, অথচ সব ছেড়ে যেতে হবে কবরে এবং পরকালের গৃহই হল চিরস্থায়ী। আর সে গৃহ নির্মাণ হবে আল্লাহর আনুগত্য ও স্মরণের মাধ্যমে। কিন্তু সংসারের মায়া সে আনুগত্য ও স্মরণ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। তাই দুনিয়া আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, দুনিয়া মূলেই বর্জনীয়। যেহেতু দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ। সেখানে আমাদেরকে এমন সোনার ফসল ফলাতে হবে, যা আখেরাতের গোলা ভরতি ক'রে দেবে। সুতরাং সেই প্রেক্ষিতে চারটি জিনিস অভিশপ্ত নয় ঃ-

(ক) আল্লাহর যিক্‌র, সার্বক্ষণিক স্মরণ, তাঁর আনুগত্যের কর্ম।

(খ) আল্লাহর যিক্‌রের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়, তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকারী জিনিস, তিনি যা ভালবাসেন তা।

(গ) আলেম, শিক্ষক, মুদার্রিস, মাস্টার; যিনি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহের কাজে মানুষের সহযোগিতা করেন।

(ঘ) তালেবে-ইল্‌ম, শিক্ষার্থী, যে ইহকালের গৃহে বাস ক'রে পরকালের গৃহ নির্মাণের কথা শিক্ষা করে, যে সন্তুষ্টি দ্বারা চিরস্থায়ী সে আবাস নির্মাণ হবে, সেই সন্তুষ্টির পথ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। নিজের দ্বীন ও দুনিয়া সুন্দর করার পথে প্রচুর জ্ঞান-শিক্ষা করে।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১। পৃথিবীর এ সংসার ক্ষণস্থায়ী। এ সংসার চিরস্থায়ী করার মতো এমন কাজ করা বৈধ নয়, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে। কারণ এমন

কাজ, বিষয় ও বস্তু অভিশপ্ত।

২। পৃথিবীর এমন কাজ করা, এমন বাড়ি, অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ করা অবৈধ নয়, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা হয়।

৩। যে শিক্ষকগণ মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন, তাঁরা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হন।

৪। যে ছাত্র-ছাত্রীরা পরকালের গৃহ নির্মাণের শিক্ষা শেখে, তারাও আল্লাহর করুণা লাভ করে।

৫। ইসলামে জ্ঞান শিক্ষার বড় মাহাত্ম্য আছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই মাহাত্ম্য লাভের একমাত্র অধিকারী।

সমাপ্ত